ভোরের কাগজ
তারিখ ... 04 MAY 1998 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

56

শিল্প-সংস্কৃতি-ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের অভিমত

রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে

দেশের চিত্রকলা, নাটক, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও খেলাধুলার অঙ্গনের পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। ভোরের কাগজ-এর সঙ্গে আলাপে তাঁরা বলেছেন, ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে। রাষ্ট্রপতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকেই। সাময়িকভাবে হলেও ছাত্র রাজনীতি স্থগিত করে দেখা যেতে পারে কি ফল হয়। এখানে বিশিষ্ট পাঁচ নাগরিকের মতামত তুলে ধরা হলো। সাক্ষাৎকারগুলো নিয়েছেন জ. ই. মামুন।

রফিকুন নবী
চিত্রকর

ছাত্র রাজনীতি নয়, বন্ধ করতে হবে ছাত্র নিয়ে রাজনীতি। আমি তো মনে করি রাষ্ট্রপতির আহ্বানে আরো আগেই সাড়া দেওয়া উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর। তবু দেরিতে হলেও প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির আহ্বানটি বিবেচনায় নিয়েছেন—এটা জাতির জন্য মঙ্গলজনক। এখন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত শিগগিরই এই সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা। ছাত্র নিয়ে রাজনীতি বন্ধ হলে ছাত্ররা সুস্থ পরিবেশ পাবে, অস্ত্রবাজি-হানাহানি বন্ধ হবে। তখন ছাত্ররা নিজেদের সমস্যার কথা বললেও কেউ আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না। তবে অস্ত্রধারী দেখামাত্র গুলি সম্পর্কে যে প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়, সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে রাজনৈতিকভাবেই।

আলী যাকের
নাট্যজন

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির আহ্বানটি পুরোপুরি সময়োপযোগী। প্রধানমন্ত্রীও সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেছেন সবার সহযোগিতা পেলে ব সবাই রাজি হলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যায়। আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগটি খুবই ইতিবাচক। রাষ্ট্রপতির উপলব্ধি গোটা জাতিরই উপলব্ধি। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত। কিছু দিনের জন্য হলেও ছাত্র রাজনীতি স্থগিত রেখে দেখা যাক কি ফল হয়। আর দেখামাত্র গুলির প্রসঙ্গটি হয়তো কথার কথা হিসেবেই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আমি মনে করি এটা একটা হুঁশিয়ারি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ কোনো শাসন যত কড়াকড়ি হয় দুরাচারও ততোই বেড়ে যায়।

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা
রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী

আজকাল ছাত্র রাজনীতিতে সুস্থ কিছু নেই, কেবল সন্ত্রাস মারামারিই মনে হয় ছাত্র রাজনীতির মূল কাজ। তাই এটা বন্ধ করে দেওয়া যায়। আমি মনে করি আরো আগেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিত ছিল। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদও অনেকদিন ধরে সে কথাই বলছেন। কিন্তু রাজনীতিবিদরা তার কথা শুনছেন না। এখন একটা সুযোগ এসেছে এটা বন্ধ করার, কারণ প্রধানমন্ত্রী ছাত্র রাজনীতি বন্ধে রাজি হয়েছেন বলেই মনে হলো। অন্য দলগুলোকেও একইভাবে উদ্যোগ নিতে হবে এবং তা যতো দ্রুত হয় ততোই আমাদের শিক্ষাঙ্গন এবং জাতির জন্য কল্যাণকর। আমি মনে করি, ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিক সবার সহযোগিতা পেলে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব।

ইলিয়াস কাঞ্চন
চিত্রনায়ক

আমি মনে করি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের প্রধান কারণ ছাত্র রাজনীতি। আজকাল সুস্থ ছাত্র রাজনীতি বলতে আসলে কিছু নেই। একটা সময় ছিল যখন ছাত্র রাজনীতিই জাতীয় রাজনীতির দিকনির্দেশনা দিতো। কিন্তু আজ সে ঐতিহ্য আর নেই। শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান হানাহানি বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রপতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বক্তব্য দিয়েছেন। আমি মনে করি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে অন্য দলগুলোরও এগিয়ে আসা উচিত। অস্ত্রধারীদের দেখামাত্র গুলির যে প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন সেটাও বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। তাতে দু'একজন ভালো মানুষও মরতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে তা মেনে নিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধেও অনেক ভালো মানুষ মারা গেছেন।

মোনেম মুন্না
ফুটবলার

বর্তমান পরিস্থিতির ছাত্র রাজনীতির পক্ষে আমি নই। ছাত্র রাজনীতি এখন সন্ত্রাসে পরিপূর্ণ, তাই আমি রাষ্ট্রপতির আহ্বানের সঙ্গে একমত। আমি চাই ছাত্ররা পড়াশোনা করুক, দলীয় লেজুরবৃত্তির ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হোক। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু সময়ের জন্য হলেও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখা উচিত। পরে যদি কখনো প্রয়োজন হয় তখন ছাত্রদেরকে নিজস্ব সমস্যা ভিত্তিক সংগঠন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তবে সে সংগঠন কোনোক্রমেই জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারবে না। আমি মনে করি, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ডাকে সাড়া দিয়ে বড়ো রাজনৈতিক দলগুলোর আগে এগিয়ে আসা উচিত।